উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা'র ছক

সংস্থার নাম: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা'র শিরোনাম	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	উদ্ভাবকের নাম,ঠিকানা, মোবাইল নং ও ই-মেইল
০১	সিএন্ডএফ এজেন্টগণের জন্য ই-রেজিষ্ট্রেশন/তালিকাভুক্তি /নবায়ন ব্যবস্থাপনা এবং সিএন্ডএফ মোবাইল অ্যাপস্ বাস্তবায়ন	বন্দরে পণ্য আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে আমদানি-রপ্তানিকারকদের প্রতিনিধি হিসাবে তালিকভুক্ত সিএন্ডএফ এজেন্টগণ বন্দরে আগমণ করে থাকেন। বর্তমানে এই কার্যক্রমে সিএন্ডএফ এজেন্টগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ ০৯ (নয়)টি ধাপে যাচাই-বাছাই করে অনুমোদনপূর্বক রেজিষ্টেশন প্রদান করা হয়। এতে সেবাগ্রহীতাদের TCV (Time-Cost-Visit) বেড়ে যায়। সেবাগ্রহীতাদের TCV কমানোর লক্ষ্যে সিএন্ডএফ এজেন্টগণের জন্য ই-রেজিষ্ট্রেশন/তালিকাভুক্তি/নবায়ন ব্যবস্থাপনা জন্য এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা যেতে পারে।	১। জনাব ড. শেখ আলমগীর হোসেন, সদস্য (ট্রাফিক) ও ইনোভেশন অফিসার, বাস্থবক, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭১১৩২১৩৪৯ ই-মেইল- ahossain61@yahoo.com
০২	ভারত/নেপাল/ভূটান গমণকারী যাত্রীদের জন্য বন্দরে ই-বর্হিগমণসেবা বাস্তবায়ন	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সর্ববহৎ স্থলবন্দর হিসেবে পরিচিত বেনাপোল স্থলবন্দরে প্রতিদিন প্রায় ৬-৭ হাজার যাত্রী ভারতে গমণ করে থাকে। এছাড়া ভোমরা, বুড়িমারী, তামাবিল, আখাউড়া, নাকুগাঁও, হিলি, বাংলাবান্দা স্থলবন্দর দিয়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১-২ হাজার যাত্রী ভারত/নেপাল/ভূটান গমণ করে থাকে। বর্তমানে বেনাপোল, নাকুগাঁও, বুড়িমারী ও বাংলাবান্দা দিয়ে গমণকারী যাত্রীদের নিকট হতে ম্যানুয়্যাল পদ্ধিতে প্যাসেঞ্জার চার্জ আদায় করা হয়। এতে চার্জ আদায়ে প্রায়শঃ যাত্রীদের দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্ট হয় এবং TCV তে Time-Cost বেড়ে যায়। তাই স্থলবন্দরের দিয়ে ভারত/নেপাল/ভূটান গমণকারী যাত্রীদের Time ও Cost কমানোর লক্ষ্যে ই-বর্হিগমণসেবা অথবা মোবাইল/আনলাইন/kiosk মেশিনের মাধ্যমে স্বল্পসময়ে প্যাসেঞ্জার চার্জ আদায়ের জন্য এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা যেতে পারে।	২। জনাব শামীম সোহানা, উপ-পরিচালক (ট্রাফিক) ও সদস্য, বাস্থবক, ঢাকা । মোবাইল :০১৭১৮৩৩০৪৩৮ ই-মেইল- sohana_74@yahoo.com
০৩	বন্দরে দৃশ্যমান স্থানে প্রতিদিনের আমদানি/রপ্তানির পরিমানগত তথ্য ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শন বাস্তবায়ন	বর্তমানে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন চালুকৃত স্থলবন্দরসমূহে প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত হতে প্রায় ৬০,০০০ মেট্রিক টন পণ্য আমদানি হয়ে থাকে এবং এর ফলে বন্দর ও কাস্টমস কর্তৃক সরকারের রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিদিনের আমদানিকৃত পণ্য ও রাজস্বের পরিমান সংক্রান্ত কোন তথ্যাদি তাৎক্ষণিক আমদানিকারক-রপ্তানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্টগণ বা সেবাগ্রহীতদের অবলোকনের কোন সুযোগ নাই। তাই এদ্সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রতিদিন অবলোকনের লক্ষ্যে বন্দরে আমদানি/রপ্তানির পরিমানগত তথ্য ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শনের জন্য এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা যেতে পারে।	৩। জনাব মোঃ মামুন কবীর তরফদার, উপ-পরিচালক (ট্রাফিক) ও সদস্য, বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর। মোবাইল : ০১৭১৬৫৯২৯৩৬ ই-মেইল- mamunkalloltd@gmail.com
০৪	বন্দরের বিভিন্ন স্থানে সুপেয় খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন চালুকৃত স্থলবন্দরসমূহে প্রতিদিন লেবার শ্রমিক, বাংলাদেশ-ভারতের ট্রাক ড্রাইভার, নিরাপত্তাকর্মী, রপ্তানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্টগণ বা সেবাগ্রহীতগণ বন্দরে আগমণ করে থাকে। কিন্তু বন্দরসমূহে সুপেয় খাবার পানি সরবরাহের যথাযথ ব্যবস্থা নাই। তাই অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে চালুকৃত বন্দরের বিভিন্ন স্থানে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় সুপেয় খাবার পানি সরবরাহের জন্য এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা যেতে পারে।	৪। জনাব মোহম্মদ মশিউর রহমান, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ও সদস্য সচিব, বাস্থবক,ঢাকা। মোবাইল :০১৭১৫০১১৪৮১ ই-মেইল- shamim27us@yahoo.com ৫। জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী ও সদস্য, বাস্থবক,ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১৭৪২৪০৮৮ ই-মেইল- Aminblpa8@gmail.com

MOHAMMAD MASHIUR RAHMAN
Assistant Director (Admin)
BANGLADESH LAND PORT AUTHORITY
MINISTRY OF SHIPPING

০৫	বন্দরের নিরাপত্তা কর্মীদের ডিজিটাল হাজিরা ও মনিটরিং সিস্টেম বাস্তবায়ন	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন চালুকৃত স্থলবন্দরসমূহে শত শত কোট টাকার আমদানিকৃত পণ্যাদির নিরাপত্তার লক্ষ্যে নিয়োজিত নিরাপত্তা ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত নিরাপত্তাকর্মীগণ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হাজিরা সংরক্ষন করা হয়। এতে নিরাপত্তাকর্মীদের মনিটরিং করা প্রায়শঃ নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে নিরাপত্তা ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত নিরাপত্তাকর্মীদের ডিজিটাল হাজিরা ও মনিটরিং সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা যেতে পারে।	
০৬	ভারত/নেপাল/ভূটান গমণকারী যাত্রীদের জন্য বন্দরে কোমল পানীয় হাল্কা খাবার সংগ্রহ কার্যক্রম।	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সর্ববহৎ স্থলবন্দর হিসেবে পরিচিত বেনাপোল স্থলবন্দরে প্রতিদিন প্রায় ৬-৭ হাজার যাত্রী ভারতে গমণ করে থাকে। এছাড়া ভোমরা, বুড়িমারী, তামাবিল, আখাউড়া, নাকুগাঁও, হিলি, বাংলাবান্দা স্থলবন্দর দিয়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১-২ হাজার যাত্রী ভারত/নেপাল/ভূটান গমণ করে থাকে। বন্দরে যাত্রীদের জুরুরী প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক খাবার পানিসহ অন্যান্য কোমল পানীয় সরবরাহ ও হালকা খাবার সরবরাহরে ব্যবস্থা কোন আধুনিক ব্যবস্থা নেই। তাই ভারত/নেপাল/ভূটান গমণকারী যাত্রীদের জন্য বন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনালে/নিধারিত স্থানে স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে বাংলাদেশী মুদ্রার বিনিময়ে তাৎক্ষণিক খাবার পানিসহ অন্যান্য কোমল পানীয় ও হালকা খাবার সংগ্রহ কার্যক্রমটি ডিজিটাল প্রকিয়ায় বাস্তবায়নের জন্য এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা যেতে পারে।	
০৭	ভোমরা স্থলবন্দরে লেবার হ্যান্ডলিং ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিকদের আইডি কার্ড প্রস্তুত	ভোমরা স্থলবন্দরে একটি কেপিআই ভুক্ত সরকারী স্থাপনা হিসেবে সংরক্ষিত এলাকা। লেবার হ্যান্ডলিং ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক পণ্য হ্যান্ডলিং এর কাজ করেন। বন্দরের নিরাপত্তার স্বার্থে হ্যান্ডলিং শ্রমিকদের বৈধ আইডিকার্ড থাকা প্রয়োজন। অন্যথা বন্দরে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর মাধ্যমে বন্দরে রক্ষিত পণ্য চুরিসহ নিরাপত্তা বিঘ্নতার সৃষ্টি হতে পারে। তাই বন্দরের নিরাপত্তার স্বার্থে নিয়োজিত লেবার হ্যান্ডলিং ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিকদের ডিজিটাল আইডিকার্ড সরবরাহের জন্য এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা যেতে পারে।	মোঃ রেজাউল করিম উপ-পরিচালক (প্রশাসন) সংযুক্ত ভোমার স্থলবন্দর মোবাইল : ০১৭১২২৫৩৯২৪ ই-মেইল : bsbkrezaul@yahoo.com

MOHAMMAD MASHIUR RAHMAN
Assistant Director (Admin)
BANGLADESH LAND PORT AUTHORITY
MINISTRY OF SHIPPING